L2- ক্ষমতা (Power): ধারণা, উৎস ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণ

---

১. ভূমিকা (Introduction)

রাজনীতির মূল বিষয়বস্তু হলো **ক্ষমতা**—কে শাসন করবে, কীভাবে শাসন করবে এবং কেন অন্যরা সেই শাসন মেনে নেবে। রাষ্ট্র, সরকার, আইন, কর্তৃত্ব, শাসনব্যবস্থা, এমনকি রাজনৈতিক আন্দোলন—সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দুতেই ক্ষমতার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই কারণে রাজনৈতিক তত্ত্বে ক্ষমতাকে একটি **মৌলিক ও কেন্দ্রীয় ধারণা** হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ক্ষমতা বোঝা ছাড়া রাজনীতির প্রকৃতি ও কার্যপ্রণালি বোঝা সম্ভব নয়।

---

২. ক্ষমতার ধারণা (Concept of Power)

২.১ ক্ষমতার অর্থ

ক্ষমতা বলতে বোঝায় এমন এক সামর্থ্য বা সক্ষমতা, যার দ্বারা একজন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠান অন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আচরণ, সিদ্ধান্ত কিংবা কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

সহজভাবে বলা যায়—
☞ **ক্ষমতা হলো অন্যকে এমন কিছু করতে বাধ্য করা, যা সে স্বেচ্ছায় নাও করতে পারত।**

এই প্রভাব সরাসরি বলপ্রয়োগের মাধ্যমে হতে পারে, আবার প্রভাব, ভয়, পুরস্কার বা সামাজিক মর্যাদার মাধ্যমেও ঘটতে পারে।

২.২ ক্ষমতার সংজ্ঞা (Definitions of Power)

- **রবার্ট ডাল (Robert Dahl)** ক্ষমতাকে সম্পর্কমূলকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে—

  > "A has power over B to the extent that A can get B to do something that B would not otherwise do."
  > অর্থাৎ ক্ষমতা হলো এক পক্ষের অন্য পক্ষের উপর প্রভাব বিস্তারের সক্ষমতা।

- **ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber)** ক্ষমতার সঙ্গে প্রতিরোধের ধারণা যুক্ত করেছেন। তাঁর মতে—

  > সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে অন্যের বিরোধিতা সত্ত্বেও নিজের ইচ্ছা কার্যকর করার সম্ভাবনাই ক্ষমতা।

☞ এই সংজ্ঞাগুলি থেকে বোঝা যায়, ক্ষমতার মূল উপাদান হলো **প্রভাব, নিয়ন্ত্রণ ও সম্পর্ক**।

---

৩. ক্ষমতার উৎস (Sources of Power)

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতা একাধিক উৎস থেকে উৎপন্ন হতে পারে। এই উৎসগুলি পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত।

৩.১ আইন ও সংবিধান

রাষ্ট্রের ক্ষমতার সবচেয়ে বৈধ ও গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো **সংবিধান ও আইন**। সরকার আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের মাধ্যমে নাগরিকদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। আইন ভঙ্গ করলে শাস্তির ব্যবস্থা থাকার ফলে এই ক্ষমতা কার্যকর হয়।

৩.২ কর্তৃত্ব (Authority)

ক্ষমতা যখন সামাজিকভাবে স্বীকৃত ও বৈধ বলে মেনে নেওয়া হয়, তখন তা **কর্তৃত্বে** পরিণত হয়। উদাহরণস্বরূপ, নির্বাচিত সরকারের ক্ষমতা জনগণের সম্মতির উপর ভিত্তি করে গঠিত।

৩.৩ অর্থনৈতিক সম্পদ

অর্থনৈতিক শক্তি রাজনৈতিক ক্ষমতার অন্যতম প্রধান উৎস। ধনী শিল্পপতি, কর্পোরেট সংস্থা বা অর্থনৈতিক এলিট শ্রেণি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও নীতিনির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। মার্ক্সবাদী বিশ্লেষণে অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে রাজনৈতিক ক্ষমতার মূল ভিত্তি বলা হয়েছে।

৩.৪ বলপ্রয়োগ ও সামরিক শক্তি

রাষ্ট্রের পুলিশ, সেনাবাহিনী ও নিরাপত্তা বাহিনী ক্ষমতা প্রয়োগের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে দৃশ্যমান করে তোলে।

৩.৫ সামাজিক মর্যাদা ও সংস্কৃতি

জাত, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ বা সামাজিক অবস্থান থেকেও ক্ষমতা উৎপন্ন হতে পারে। সমাজে যাদের মর্যাদা বেশি, তারা প্রায়ই সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব বিস্তার করে।

৩.৬ মতাদর্শ ও আদর্শ

জাতীয়তাবাদ, ধর্মীয় বিশ্বাস বা রাজনৈতিক আদর্শ মানুষের মানসিকতাকে প্রভাবিত করে এবং ক্ষমতার ভিত্তি গড়ে তোলে। আদর্শগত সম্মতি ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করে।

---

৪. ক্ষমতার প্রকারভেদ (Types of Power)

৪.১ বলপ্রয়োগমূলক ক্ষমতা (Coercive Power)

শাস্তি বা বলপ্রয়োগের ভয়ে মানুষ আনুগত্য প্রকাশ করে।

৪.২ প্রণোদনামূলক ক্ষমতা (Reward Power)

পুরস্কার, সুযোগ বা সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার।

৪.৩ বৈধ ক্ষমতা (Legitimate Power)

আইন ও সামাজিক স্বীকৃতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতা।

৪.৪ প্রভাবমূলক ক্ষমতা (Influence Power)

ব্যক্তিত্ব, নেতৃত্ব বা নৈতিক প্রভাবের মাধ্যমে ক্ষমতা অর্জন।

---

৫. ক্ষমতার রাজনৈতিক বিশ্লেষণ (Political Analysis of Power)

৫.১ ক্ষমতা ও রাষ্ট্র

রাষ্ট্র হলো ক্ষমতার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন, প্রশাসন ও বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সমাজ নিয়ন্ত্রণ করে।

৫.২ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব

সব ক্ষমতা কর্তৃত্ব নয়। ক্ষমতা তখনই কর্তৃত্বে রূপ নেয়, যখন জনগণ তা বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত বলে মেনে নেয়।

৫.৩ ক্ষমতা ও আধিপত্য

মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে ক্ষমতা শাসক শ্রেণির হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে এবং তারা অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে।

৫.৪ ক্ষমতা ও গণতন্ত্র

গণতন্ত্রে ক্ষমতার উৎস জনগণ। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, জবাবদিহিতা ও সাংবিধানিক নিয়ন্ত্রণ এখানে গুরুত্বপূর্ণ।

৫.৫ ক্ষমতা ও প্রতিরোধ

ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, আন্দোলন ও বিপ্লব গড়ে ওঠে। তাই ক্ষমতা কখনোই চূড়ান্ত নয়; এটি সর্বদা প্রশ্নের মুখে থাকে।

---

৬. আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি: ক্ষমতা সর্বত্র বিদ্যমান

আধুনিক চিন্তাবিদদের মতে, ক্ষমতা কেবল রাষ্ট্রে সীমাবদ্ধ নয়। পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম ও সামাজিক সম্পর্কেও ক্ষমতা কাজ করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি ক্ষমতাকে দৈনন্দিন জীবনের অংশ হিসেবে দেখায়।

---

৭. উপসংহার (Conclusion)

ক্ষমতা রাজনৈতিক জীবনের কেন্দ্রীয় ও গতিশীল ধারণা। এর উৎস, প্রকারভেদ ও বিশ্লেষণ বোঝার মাধ্যমে রাষ্ট্র, শাসনব্যবস্থা ও সামাজিক সম্পর্ক সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি অর্জন করা যায়। তাই ক্ষমতা রাজনৈতিক চিন্তার এক অপরিহার্য উপাদান।

✍ পরীক্ষামুখী সম্ভাব্য প্রশ্ন

1. ক্ষমতা বলতে কী বোঝো? এর বিভিন্ন উৎস আলোচনা করো।
2. ক্ষমতার রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করো।
3. ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করো।

১. ক্ষমতা বলতে কী বোঝো? এর বিভিন্ন উৎস আলোচনা করো।

উত্তর :
রাজনীতির অন্যতম মৌলিক ধারণা হলো **ক্ষমতা (Power)**। ক্ষমতা ছাড়া রাষ্ট্র, সরকার বা শাসনব্যবস্থার অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।

ক্ষমতার সংজ্ঞা

ক্ষমতা বলতে বোঝায় এমন একটি সামর্থ্য বা সক্ষমতা, যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠান অন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আচরণ, সিদ্ধান্ত বা কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

রবার্ট ডাল-এর মতে,

"এক ব্যক্তি তখনই অন্য ব্যক্তির উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করে, যখন সে তাকে এমন কিছু করতে বাধ্য করে, যা সে অন্যথায় করত না।"

ক্ষমতার উৎসসমূহ

ক্ষমতা বিভিন্ন উৎস থেকে উৎপন্ন হয়—

1. **আইন ও সংবিধান**
   রাষ্ট্রের ক্ষমতার প্রধান উৎস হলো সংবিধান ও আইন। আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের মাধ্যমে সরকার নাগরিকদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।
2. **কর্তৃত্ব (Authority)**
   ক্ষমতা যখন সামাজিকভাবে বৈধ ও স্বীকৃত হয়, তখন তা কর্তৃত্বে পরিণত হয়। যেমন—নির্বাচিত সরকারের ক্ষমতা।
3. **অর্থনৈতিক শক্তি**
   অর্থনৈতিক সম্পদ রাজনৈতিক ক্ষমতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। ধনী শ্রেণি বা কর্পোরেট গোষ্ঠী রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে প্রভাব বিস্তার করে।
4. **বলপ্রয়োগ ও সামরিক শক্তি**
   পুলিশ ও সেনাবাহিনীর মাধ্যমে রাষ্ট্র তার ক্ষমতা কার্যকর করে।
5. **সামাজিক মর্যাদা ও সংস্কৃতি**
   জাত, ধর্ম, বর্ণ বা সামাজিক অবস্থান থেকেও ক্ষমতা উৎপন্ন হতে পারে।
6. **মতাদর্শ ও আদর্শ**
   জাতীয়তাবাদ, ধর্মীয় বিশ্বাস বা রাজনৈতিক আদর্শ মানুষের সম্মতি অর্জনের মাধ্যমে ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে।

উপসংহার:
এই বিভিন্ন উৎসের সমন্বয়ের মাধ্যমেই রাজনৈতিক ক্ষমতা গঠিত ও কার্যকর হয়।

---

২. ক্ষমতার রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করো।

উত্তর :
ক্ষমতার রাজনৈতিক বিশ্লেষণ বলতে রাষ্ট্র, সমাজ ও শাসনব্যবস্থার সঙ্গে ক্ষমতার সম্পর্ককে বোঝানো হয়।

প্রথমত, **ক্ষমতা ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক** অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। রাষ্ট্র হলো ক্ষমতার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। রাষ্ট্র আইন, প্রশাসন ও বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সমাজ নিয়ন্ত্রণ করে।

দ্বিতীয়ত, **ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সম্পর্ক** গুরুত্বপূর্ণ। সব ক্ষমতা কর্তৃত্ব নয়। ক্ষমতা তখনই কর্তৃত্বে রূপ নেয়, যখন জনগণ তা বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত বলে মেনে নেয়।

তৃতীয়ত, **মার্ক্সবাদী বিশ্লেষণে ক্ষমতা ও আধিপত্য** শাসক শ্রেণির হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে। অর্থনৈতিক শ্রেণি কাঠামোর উপর ভিত্তি করে রাজনৈতিক ক্ষমতা গড়ে ওঠে।

চতুর্থত, **গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ক্ষমতা** জনগণের কাছ থেকে আসে এবং প্রতিনিধিদের মাধ্যমে প্রয়োগ হয়। এখানে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও জবাবদিহিতা গুরুত্বপূর্ণ।

পঞ্চমত, **ক্ষমতা ও প্রতিরোধের সম্পর্ক** লক্ষণীয়। ক্ষমতার বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন, প্রতিবাদ ও বিপ্লব গড়ে ওঠে, যা ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করে।

উপসংহার:
অতএব ক্ষমতা একটি গতিশীল ও সম্পর্কমূলক ধারণা, যা সর্বদা সমাজ ও রাজনীতির পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত।

---

৩. ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করো।

উত্তর :
ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও এক নয়।

ক্ষমতা হলো অন্যের আচরণ প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রণ করার সামর্থ্য। এটি বলপ্রয়োগ, অর্থনৈতিক শক্তি বা প্রভাবের মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে। ক্ষমতা সবসময় বৈধ নাও হতে পারে।

অন্যদিকে, **কর্তৃত্ব** হলো এমন ক্ষমতা, যা সামাজিকভাবে বৈধ ও স্বীকৃত। কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে শাসিতরা স্বেচ্ছায় আনুগত্য প্রকাশ করে।

পার্থক্য সংক্ষেপে—

ক্ষমতা	কর্তৃত্ব
বলপ্রয়োগ বা প্রভাবের উপর নির্ভরশীল	বৈধতা ও সম্মতির উপর নির্ভরশীল
বৈধ নাও হতে পারে	সর্বদা বৈধ
ভয়ের মাধ্যমে আনুগত্য আদায় হতে পারে	স্বেচ্ছাসম্মত আনুগত্য

উপসংহার:
সব কর্তৃত্ব ক্ষমতা, কিন্তু সব ক্ষমতা কর্তৃত্ব নয়। কর্তৃত্ব ক্ষমতার একটি পরিশীলিত ও সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য রূপ।